টাকা জমানো ও সমিতির উন্নতী

- ওসমান্ড রড্রিগ্‌স্

ছোট বেলায় মাটির ব্যাংকে পয়সা জমা রাখতাম। তা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। তখন এটাই মানুষের রেওয়াজ ছিল। পয়সারও তখন অনেক দাম। গ্রামাঞ্চলের ছোট ছেলে মেয়েরা তখন পয়সাই দেখতো না, মানে তাদের হাতে পরতোই না। আসলে তাদের পয়সার তেমন প্রয়োজনও পরতো না। বাবা হাট থেকে কখনো বাতাশা বা মুরকী বাদাম আনতো এবং সেটাই ছিল যথেষ্ট। বাইরের কিছু তাদের প্রয়োজন পরতো না। যা প্রয়োজন তা গাছ-গাছালী থেকেই পাওয়া যেত এবং বাকী সব ঘরেই তৈরী হতো। সংসারের যা কেনা কাটা তা বাবাই করত।

আমার বাবাও মাটির ব্যাংকে সখ করে পয়সা জমাতো। আমারটা ছিল খুব ছোট এবং পয়সা জমার আগেই ছিদ্র দিয়ে চামচের উল্টো দিক দিয়ে খুঁচিয়ে তা বের করে এটা সেটা কিনতাম। এভাবে বারে বারে খোঁচাতে ছিদ্র বড় হয়ে যেত। শেষে আর কিছু দিয়ে খোঁচাতে হতো না, ব্যাংকটা উল্টো করে ধরলেই পয়সা বেরিয়ে আসতো। বাবা বহুদিন পর ব্যাংকটা ভরে গেলে ভাঙ্গতো । কিন্তু আমারটা কোন দিনও ভরতো না এবং ভাঙ্গার প্রয়োজনও পরতো না।

ছোটবেলায় পয়সা জমানোটা স্রেফ সখ ছিল। তবে তা রাখতে পারতাম না। তবে এটা ঠিক, যখন পয়সা থাকতো না, তখন এটার অতোটা প্রয়োজনও অনুভব করতাম না। পয়সা হাতে এলেই খরচের চিন্তা এবং অভ্যাসটা আমার আজো কাটেনি। বড় হয়ে পয়সার অভাবের কারণে যে অসুবিধার সম্মুক্ষীণ হতে হয়, তা হাড়ে হাড়ে বহুবার টের পেয়েছি। তখন চোখে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এমনিতে অনেকেরই পয়সা থাকে বলে মনে হয়। কিন্তু অভাবের সময়ে তাদের কাছে ধার চাইলেও পাওয়া যায় না। সেকালে এমনি অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যেই ছিল সেই কাবুলী-ওয়ালারা। আবার ওদের চওড়া সুদ কখনো নিয়মিত দেয়াটাও কঠিন হয়ে পরতো আমাদের পূর্ব পূরুষদের।

আমরা সবাই জানি এমনি পরিস্থিতিতে প্রয়াত ফাদার চার্লস্ জে ইয়ং আমাদের সমবায় সমিতির পত্তন ঘটান এবং বর্তমানে অনেক সমিতিই ঋণদান ও অনান্য ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। এটা অবশ্যই সৎ, যোগ্য এবং দুরদর্শী কমিটির সাফল্য। তবে খারাপটা শুধু কমিটির ব্যর্থতাই নয়, সদস্যরাও কখনো এর উন্নয়ন বা ক্ষতির কারন। আরেকটা ব্যাপার, আমাদের পয়সা জমানোর প্রবনতা কম। সেজন্যেই অনেকের সংসারই অসচ্ছল এবং চাহিদা ও সখ অনেকটাই বাকী থেকে যায়। যাদের আছে তারা অপচয় করে যাচ্ছে এবং যাদের নেই তারা হাহাকারে দিন পার করছে। গরীবেরা সমিতির ঋণের উপর নির্ভরশীল। তাই টাকা জমাতেই হবে। সমিতিতে যত টাকা জমবে, সমিতিও ততটাই স্বাস্থ্যবান হবে। তবে না খেয়ে না পড়ে টাকা জমানোর অর্থ নাই। সাধ্য মত সবই করতে হবে। কেননা কথায় আছে, **"কৃপণের ধন পিঁপড়ায় (উঁই পোকায়) খায়"**।

একটা উপমা দিই। মিলন সম্পদশালী ও অনিল একই গ্রামের গরীব সরল মানুষ। মিলন দাপট দেখায়ে চলে এবং অনিল নিরবে গরীবি হালে চলে। মিলন একবার পাখী শিকার করতে উপরে তাকাতে তাকাতে পাখীর খোঁজে হাটতে থাকে। হঠাৎ সে এক পুরাতন কুয়োঁর (কুয়া) মধ্যে পড়ে যায়। সে বাঁচাও বাঁচাও বলে চীৎকার করতে থাকে এবং পাশ দিযে যেতে অনিল তা শুনতে পায়। অনিল সেই কুয়োঁর ভেতরে তাকাতেই মিলন বললো, অনিলদা 'আমারে উঠাও'। অনিল বললো, 'ক্যামনে উঠামু ?' মিলন বললো, 'আরে যেমনে পারস্, রশি আন'। অনিল বললো, 'জঙ্গলে রশি পামু কই'। মিলন বললো, 'বাইত্তে যাও না, আমারে তাড়াতাড়ি উঠাও, তুমি যা চাইবা, দরকার অইলে আমি আমার জমি জমার অর্ধেক দিমু'। অগ্যতা অনিল দুরে তার বাড়ীতে দৌড়ে গিয়ে তারই গরুর রশি কেটে নিয়ে এসে মিলনকে উঠায়।